গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ১ম অংশীজন সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. মো: হুমায়ুন কবীর সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	১২ ডিসেম্বর ২০২৩
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৯৩০)

সভার উপস্থিতিঃ

সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণ, বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ, রেলওয়ে পুলিশ ও বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজনসহ রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার উপস্থিতি **পরিশিষ্ট-'ক' তে** উপস্থাপন করা হলোঃ

২। **আলোচনাঃ**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের বহরে নতুন নতুন ট্রেন যুক্ত হচ্ছে। মানুষের রেল ভ্রমণে আগ্রহ অনেক বেড়েছে। যাত্রীসেবার মান উন্নয়নে চেষ্টা অব্যাহত আছে। ঢাকা-কক্সবাজার রুটসহ বিভিন্ন রুটে নতুন অত্যাধুনিক ট্রেন চলাচল করছে। এসব ট্রেনে যেসব সুবিধা রয়েছে তা কেউ যাতে নষ্ট করতে না পারে তা নিশ্চিতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, অংশীজন সভায় অংশীজনদের মতামতের আলোকে রেল পরিসেবার উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এজন্য সভাপতি উপস্থিত অংশীজনদের বিভিন্ন বিষয়ে যৌক্তিক মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

২.১। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) গত ০৭/১২/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত অংশীজন সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান এবং কোনো সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। গত অংশীজন সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

২.২। সভায় সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন অগ্রগতি এবং উন্নয়নের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বর্ণিত তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সিটিজেন চার্টার এবং শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত কার্যক্রম সভাকে অবহিত করা হয়। সভাপতি নিয়মিত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ভিজিট করে সেবা গ্রহণ করার জন্য অংশীজনদের অনুরোধ করেন এবং অন্যদের বিষয়টি অবহিত করার জন্য আহবান জানান।

২.৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) রেল স্টেশন পরিচ্ছন্ন রাখাসহ, ট্রেনে-স্টেশনে ধূমপান কেউ যেন করতে না পারে সে বিষয়ে অংশীজনদের যাত্রী সাধারণকে সচেতন করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণের আহবান জানান। তিনি জানান, ট্রেনে-স্টেশনে ধূমপান বন্ধে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে "Initiative to Make Bangladesh Railway Tobacco Free" প্রজেক্ট সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় জাতীয় পর্যায়ে মন্ত্রণালয় পুরস্কার পেয়েছে এবং WHO থেকেও পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তাই ট্রেনে-স্টেশনে-প্লাটফর্মে ধূমপান বন্ধে সবাইকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) জানান, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে বর্তমানে ৮ জোড়া ট্রেন চলাচল করছে। আগে এসব ট্রেন লোকাল ছিল। বর্তমানে কমিউটার ট্রেন চলাচল করছে। এছাড়া সিলেট-ঢাকা রুটে চলাচলরত লোকাল ট্রেনগুলোকে নারায়নগঞ্জ পর্যন্ত চলাচলের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন, আগামী মার্চ/২০২৪ এর মধ্যে রেলভবনের নিচতলায় র‍্যাম্প স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে।

জনাব মেহের বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন বলেন, রেলপথের উন্নয়নে যেন পর্যাপ্ত বাজেট দেয়া হয় সেজন্য আমরা বার বার দাবি জানিয়েছি। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ হিসেবে যেসব জায়গায় দুর্নীতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা প্রতিরোধ করতে হবে। যাত্রীদের রেলসেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সিগন্যালিং ব্যবস্থার উন্নয়ন, ট্রেন ও স্টেশনের টয়লেট পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং প্রতিবন্ধীসহ সকল মানুষের সহজে চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জনাব মোজাম্মেল হক, মহাসচিব, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি বলেন, রেলপথের চলমান বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। এই বিকাশ ও সম্প্রসারণে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য তিনি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, লোকোমোটিভ সঙ্কট, অনেক স্টেশন বন্ধ এ সমস্যাগুলো জরুরিভিত্তিতে দূর করতে হবে। রেলে যে পরিমাণ বিনিয়োগ সে অনুযায়ী আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব প্রতিষ্ঠান রেল নিয়ে গবেষণা করে তাদের সম্পৃক্ত করে নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যমে কৌশল নির্ধারণ করে যেসব জায়গায় ব্যবসার সম্ভাবনা আছে তা কাজে লাগাতে হবে। অংশীজন সভা গতানুগতিক না করে অংশীজনদের প্রকৃত মর্যাদা দিতে হবে। তাহলেই অংশীজন সভা ফলপ্রসূ হবে। বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ রেলের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলোতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। রেলের যে টাইমটেবিল পরিবর্তন হয় সে বিষয়ে অংশীজনদের মতামত নিলে তা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। সব বিষয়ে অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে রেল আরো বেশি গতিশীল হবে, সম্প্রসারণ হবে এবং সরকারের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে।

জনাব সালমা মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক, বিস্ক্যান, সভায় রেলভবনের নীচতলায় র‍্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি কাউন্টারের মতো অনলাইনেও টিকেট ক্রয়ে প্রতিবন্ধীদের হাফ টিকেটের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে NID- তে প্রতিবন্ধীদের তথ্য দেয়া আছে। যেসব প্লাটফর্ম উঁচু নিঁচু সেখানে পোর্টেবেল র‍্যাম্প সরবরাহ করা হলে প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতে সুবিধা হবে। তাছাড়া তিনি নতুন যেসব স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে সেখানে প্রতিবন্ধীদের চলাচলের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার অনুরোধ জানান।

৩. আলোচ্য বিষয়, বিস্তারিত আলোচনা, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়ন দায়িত্ব নিম্নরূপ:

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	প্রতিবন্ধীদের চলাচল স্বাচ্ছন্দ্য করার জন্য রেলভবনের নীচতলায় প্রবেশ পথে দ্রুত র‍্যাম্প স্থাপন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	মার্চ/২০২৪ মাসের মধ্যে রেলভবনের নিচতলায় র‍্যাম্প স্থাপন সম্পন্ন করতে হবে।	(ক)মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। (খ)অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩.২	ঢাকা রেলস্টেশনসহ বড় বড় রেল স্টেশনগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে সভায় আলোচনা করা হয়।	ঢাকা রেলস্টেশনসহ বড় বড় রেল স্টেশনগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে ডিআরএম এবং জিএমগণ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বিষয়টি তদারকি করবেন। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করে বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	(ক) ডিআরএম (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে। (খ) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। (গ)অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন),বাংলাদেশ রেলওয়ে (ঘ)মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ।
৩.৩	বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচল রোধে বিশেষ করে ঢাকা-বিমানবন্দর অংশে কয়েকদিন লাগাতার বিভিন্ন ট্রেনে টিকেট চেকিং কার্যক্রম করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচল রোধে ঢাকা-বিমানবন্দর অংশে কয়েকদিন লাগাতার বিভিন্ন ট্রেনে টিকেট চেকিং কার্যক্রম করতে হবে।	(ক) ডিসিও (ঢাকা), বাংলাদেশ রেলওয়ে। (খ) ডিআরএম (ঢাকা), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৪	বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেন পরিচালনায় টাইম-টেবিল পরিবর্তন বিষয়ে অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রেন পরিচালনায় টাইম-টেবিল পরিবর্তনের সময় অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। (খ) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৫	সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার কৌশল এবং সিটিজেন চার্টারে বর্ণিত কাজের বাস্তবায়নের তথ্য প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট সেবাবক্স নিয়মিত হালনাগাদ বিষয়ে সভয় আলোচনা করা হয়।	রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার কৌশল এবং সিটিজেন চার্টারে বর্ণিত কাজের বাস্তবায়নের তথ্য প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট সেবাবক্স নিয়মিত হালনাগাদ অব্যাহত রাখতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। (খ) যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়। (গ) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪। সভাপতি উপস্থিত অংশীজনদের সভায় অংশগ্রহণ ও মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. মো: হুমায়ুন কবীর)
সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়

D:\S.Admin-2\54.00.0000.008.06.033.18(part-1).docx